বাগদাদ থেকে দামেশক-(পর্ব-১৪)
''

শাইখ উসামা বিন লাদেন রহঃ-এর শাহাদাতের পর, শাইখ আইমান আল-জাওয়াহিরী কায়দাতুল জিহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। শাইখ জাওয়াহিরী প্রথমে কারো থেকে অফিসিয়াল বাই'আত তলব করেন নি। বিশ্বময় জিহাদের সকল সেক্টর থেকে সেচ্ছায় জাওয়াহিরীর নিকট বাই'আত আসতে থাকে। ঘোষণা করে বাই'আত না চাওয়ার মধ্যে একটি বড় 'হিকমত' ছিলো। ফলে শত্রুপক্ষ কায়দার শক্তির ব্যাপারে পুরোপুরি অজ্ঞ ছিলো। এবং কোন কোন জামাত কায়দার নেতৃত্বে চলছে তা বুঝে ওঠা শত্রুর জন্য কঠিন ছিলো।
.
২০০৯ সালে মিডেলস্টে সাহারা মরূভূমিকে কেন্দ্র করে মরোক্কো, আলজেরিয়া, মালি, নাইজার ইত্যাদি দেশ নিয়ে "মাগরিব আল-ইসলাম" নামে একটি স্টেট ঘোষণার প্রস্তুতি নিয়ে ছিলো কায়দাতুল জিহাদ। এই প্রচেষ্টা যদি সেদিন সার্থক হতো, তাহলে সোমালিয়ার আল-শাবাব, নাইজেরিয়ার বোকোহারাম এই স্টেটে যোগ দিতো। ফলে মুহূর্তে মুসলমানদের একটি শক্তিশালী আশ্রয়স্থল তৈরি হতো।এই প্রচেষ্টা কায়দাতুল জিহাদের মূল কেন্দ্রের নির্দেশেই হয়ে ছিলো।
.
কিন্তু আল্লাহ এতো দ্রুত মুসলমানদের বিজয় চান নি। ঘোষণা দূরে থাক, শুধু প্রস্তুতি শুরু করার তিন মাসের মাথায় পার্শবর্তী আরব রাষ্ট্রগুলো এবং ফ্রান্স তা গুড়িয়ে দেয়। মরোক্কো এবং আলজেরিয়ায় ঘাঁটি গেড়ে ফ্রান্স দুই দিক থেকে স্থল ও বিমান হামলা চালিয়ে ছিলো। তিন মাস যুদ্ধ চলার পর কায়দাতুল জিহাদ পিছু হটে ।
.
আমি সন্দিহান হোই, যখন দেখি একটি জামাতের "খিলাফা" ঘোষণাকে শত্রুরা এতটা ভয় করছে না, যতটা ভয় তারা "মাগরিব আল-ইসলামী" রাষ্ট্রের পরিকল্পনাকে করে ছিলো। খেলাফত ঘোষণার তিন মাস পর আমেরিকার মনে পড়লো ওহ..এখানেতো বিমান হামলা না করলে 'মানিজ্জত' নষ্ট হয়ে যাবে। আফগানিস্থানে আমেরিকা যেভাবে বিমান হামলা চালিয়ে ছিলো, সাদ্দাম আমলে ইরাকের উপর যেভাবে বিমান হামলা চালানো হয়ে ছিলো, তার দশ ভাগের এক ভাগও আইএস-এর উপর করা হয় নি। আল্লাহ শাক্ষী, আমি চাই না আমেরিকা কোনো মুসলমানের উপর বিমান হামলা চালাক। আমি শুধু বলতে চাচ্ছি কে আমেরিকার জন্য কতটুকু হুমকি তা যেন পাঠক অনুধাবন করেন।
.
মাগরিব আল-ইসলামী রাষ্ট্র গঠনে ব্যর্থ হওয়ার পর, কায়দাতুল জিহাদ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আরও গোপনীয়তা অবলম্বন করে। এই গোপনীয়তা রক্ষা করতে গিয়ে-ই জাওয়াহিরী ঘোষণা দিয়ে বাই'আত চান নি।
.
যে সকল সেক্টর থেকে জাওয়াহিরীর নিকট বাই'আত এসে ছিলো, কায়দা ইন ইরাক তার অন্যতম। কায়দা ইন ইরাক-এর প্রধান শাইখ বাগদাদী এবং জাওয়াহিরীর মধ্যে অনেক পত্র 'আদান-প্রদান' হয়েছিলো। সেই পত্রে বাগদাদী জাওয়াহিরীর আনুগত্যকে ওয়াযীব বলে স্বীকার করেন। কিছু পত্রের অনুবাদ অনলাইনে প্রচার করা হয়ে ছিলো। পাঠক হয়তো সেগুলো পড়েছেন। তাই এখানে সেগুলোর অনুবাদ করার প্রয়োজন বোধ করছি না।
.
বাই'আত অর্থ আনুগত্যের শপথ করা। বাই'আত দুই প্রকার। খিলাফাতের বাই'আত, ইমারাতের বাই'আত। 'ইমারত' শব্দের অর্থ আমীর হওয়া। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আমীরের পক্ষ থেকে যাকে শাখাগত আমীর নিয়োগ করা

হবে, তার আনুগত্য করাকে এখানে ইমারতের বাই'আত বলা হয়েছে। বাই'আতের আরোও কয়েকটি প্রকার হতে পারে। তবে জিহাদের ময়দানে এই দুই প্রকারের বাই'আত বিবেচনা করা হয়।

.

বাই'আত, খিলাফাত, ইমারত নিয়ে বিষদ আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার আলোচ্য বিষয় হলো, শাইখ বাগদাদী কায়দাকে বাই'আত দিয়ে ছিলেন কি না, তা প্রমাণ করা।একটি কথা মনে রাখতে হবে। এখন আমরা দাউলাতুল ইরাক & শামের আলোচনায় রয়েছি। বাগদাদীর ঘোষিত খিলাফার আলোচনা সামনে আসবে। ইনশা আল্লাহ।

.

বাগদাদী এবং শাইখ উসামার মধ্যে যে সকল পত্র আদান-প্রদান হয়েছে সেগুলোই প্রমাণ করে যে বাগদাদী এবং তার জামাত আল-কায়দার অধীনে ছিলো। উসামা রঃ এর পর জাওয়াহিরী ও বাগদাদীর মধ্যে যে সকল পত্র আদান-প্রদান হয়েছে সেগুলোও বাই'আতকে নির্দেশ করে।

.

সিরিয়ায় সৃষ্ট ফিতনার সমাধানের জন্য উভয় পক্ষ জাওয়াহিরীর নিকট ফায়সালার আবেদন করলো। জাওয়াহিরী ফায়সালা দিতে দেরি করছিলেন। তখন শামে উভয় পক্ষের মধ্যে বিতর্ক চলছিলো। শাইখ আবু আব্দুল আজীজ আল-কাতারী সেই বিতর্কের বর্ণনা দিচ্ছিলেন এভাবে।

.

"শামে যা ঘটে ছিলো তাহলো দুই আমীরের মধ্যে এখতিলাফ। বাগদাদী এবং জাওলীনী, উভয়ে বলতে লাগলেন, আমরা জাওয়াহিরীর ফায়সালার অপেক্ষায় আছি। বাগদাদী বললেন, হে জাওলানী যদি জাওয়াহিরী আমাকে ইরাক চলে যেতে বলেন তাহলে আমি আমার লোকদের নিয়ে ইরাক চলে যাবো। হে জাওলানী যদি জাওয়াহিরী আপনাকে দাউলাতুল ইরাকে যোগ দিতে বলেন তাহলে কী করবেন? জাওলানী উত্তরে বলেন, আমি আমান সৈন্যদের সহ দাউলায় যোগ দিবো। "

.

শাইখ আব্দুল আজীজের বক্তব্যটি দেখতে এবং আনুসঙ্গিক আরো প্রমাণ দেখতে ইউটিউবে সার্চ দিন [اصدار الرد الشافي في كشف مباهلة العدناني]

.

দাউলার শুরা সদস্য আবু আনাস এবং আবু আলী আল-আনবারীর মধ্যে কথপকথনের অডিও রেকর্ডের লিংক দেওয়া হলো: http://www.gulfup.com/?E9H5Nc

.

রেকর্ডটির কিছু অংশের অনুবাদ।

আনবারী: আপনি আমি বাগদাদীকে যে বাই'আত দিয়েছিলাম, তা কি খেলাফাতের বাই'আত নাকি জিহাদের বাই'আত?

আবু আনাস: আমরা ইমারতের বাই'আত দিয়েছি।

আনবারী: মানে খিলাফাতের বাইআত নয়?

আবু আনাস: না, আমরা (বাগদাদীকে) খেলাফতের বাই'আত দেইনি। যেই বাই'আতের ব্যাপারে রাসূল বলেছেন "যে ব্যক্তি বাই'আত ছাড়া মাড়া গেলো সে জাহেল হয়ে মড়লো"।

আবু আনাস: বাগদাদী তার আমীর জাওয়াহিরীর পরামর্শ ছাড়া "দাউলাতুল ইরাক & শাম" ঘোষণা করেছেন।

আমরা এতোদিন জাওয়াহিরীর ফায়সালার অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি যদি ফায়সালা দিতেন যে, নুসরাকে বাতিল করে দাউলা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তাহলে আমরা তাই করতাম। কিন্তু এখনতো জাওয়াহিরী ফায়সালা করেই ফেলেছেন যে, দাউলাকে বাতিল করতে হবে...
আনবারী: শাইখ, আপনি যদি মনে করেন দাউলাকে বাতিল করা উচিত, তাহলে আমরা আপনার কথাকে মেনেনিতে প্রস্তুত। কিন্তু আপনি একটি সত্য কথা বলুন, এখানে কে হকের উপর আছে (বাগদাদী না কি জাওয়াহিরী)
আবু আনাস: দেখুন শাইখ, আপনি আমার উপর কঠোরতা করবেন না। আমরা কোরান-সুন্নার বিধিবিধান নিয়ে আলোচনা করছি। আমি আপনাকে বলেছি যে, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে (কোরআন-সুন্নার উসুল অনুযায়ী) জাওয়াহিরীর পরামর্শ ছাড়া দাউলা ঘোষণা করা কিছুতেই বৈধ হবে না।
আবু আনাস: আমরা দাউলা ঘোষণা করে বড়ো ভুল করেছি। এবং আমাদের ভুলের প্রমাণ অনেক রয়েছে।
আনবারী: কোথায় সেই প্রমাণ..?
আবু আনাস: আমি অবশ্যই তাদের হাজির করবো।
.
শাইখ বাগদাদী বিভিন্ন সভায় নিজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন। নিজে উপস্থিত হতেন না। নিরাপত্তার তাগিদে এমনটি করতেন। তার একজন ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হলেন, আবু বকর আল-কাহতানী। এই কাহতানীর মুখে শাইখ বাগদাদী কছম করে বলেন..
.
"ফায়সালা আসার আগপর্যন্ত সকল মুজাহিদীনের এবং নুসরার উচিত দাউলাকে মেনে নেওয়া। আর যখন ফায়সালা চলে আসবে, 'কসম' করে বলছি দাউলাকে দেওয়া সকল বাই'আত বাতিল বলে বিবেচিত হবে"। কাহতানীর সেই বক্তব্যের অডিও রেকর্ডের লিংক. http://www.gulfup.com/?VdV6aP
.
শাইখ বাগদাদীর প্রতিনিধি কাহতানীর আরেকটি অডিও রেকর্ড।http://www.gulfup.com/?7ihvXP রেকর্ডে কাহতানী বলছেন...!
.
"রাসূল সঃ বলেছেন "যদি দুজন খলিফা বাই'আত চায়, তাহলে দ্বিতীয় জনকে হত্যা করে দেও"। অতএব যারা বলে যে জাওলানী বিদ্রহী, জাওলানী খলিফার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। আস্তাগফিরুল্লাহ। জাওলানী বিদ্রহী নয়। জাওলানী বাগদাদীকে খিলাফতের বাই'আত দেন নি। বরং তিনি শুধু শামে বাগদাদীকে আনুগত্য করার বাই'আত দিয়েছেন। আমরা এখন দুটি টার্মে অবস্থান করছি। এক জাওয়াহিরীর ফায়সালার পূর্বের মুহূর্ত। দুই, ফাসালার পরের মুহূর্ত। এখন ফায়সালা আসার পর আমরা সকলে জাওয়াহিরীর কথা মেনে নেওয়া উচিত। যে মানবে না সে বিদ্রহী হবে। জাওয়াহিরী জোলানীকে নুসরা সহ শামে অবস্থান করতে বলেছেন। আর যারা বলেন যে, দাউলাতুল ইরাক কায়দা থেকে আলা হয়ে যাবে..."
.
কথা শেষ করার পূর্বেই শোরগোল শুরু হয়। একদল বলে ওঠে আমরা কায়দা থেকে সরে যাবো একথা যে বলেছে তাকে সামনে আনা হোক। তাকে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে।
.
অনেক জল্পনা কল্পনার পর শাইখ জাওয়াহিরীর ফায়সালা শামে পৌঁছে। শাইখ বাগদাদী ফায়সালা প্রত্যাখ্যান

করলেন। গতকাল তিনি কসম করে বলেছিলেন ফায়সালা মেনে নিবেন। আজ ফায়সালা আসার পর তিনি বলছেন, জাওয়াহিরীর মাঝে 'বিচ্যুতি' ঘটেছে। কায়দাতুল জিহাদ এখন আর আগের মানহাজে নেই। জাওয়াহিরীর ফায়সালাকে প্রত্যাখ্যান করে বাগদাদী অডিও বার্তা প্রচার করেন। বার্তাটির শিরনাম হলো "দাউলাতুল ইরাক & শাম চিরজীবী হোক"।
অডিও বার্তায় বাগদাদী বলেন, আমি আমার রবের আদেশকে আমার আমীরের আদেশের উপর প্রাধান্য দিলাম। এখানে তিনি জাওয়াহিরীকে আমীর বলে স্বীকার করেন। যারা বলে যে, বাগদাদী কখনোই কায়দাতুল জিহাদকে বাই'আত দেয় নি। তারা যেন বাগদাদীর এই অডিও বার্তাটি পুনরায় শোনে।
.
একটি কথা, যা সত্য হওয়ার ব্যাপারে আমি নিজও সন্দিহান। সাত মাস পূর্বে সৌদি আরবের একটি ব্লোগে পড়ে ছিলাম। পাকিস্তানের এ্যবটাবাদে উসামা রঃ এর শাহাদাতের পর, মার্কিন সৈন্যরা কিছু নথি-পত্র চুরি করেছিলো। সেই নথিতে উসামা রঃ বলেছিলেন "কায়দাতুল জিহাদ থেকে একটি দল বের হবে। যারা আচরণে পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট হবে। কায়দাতুল জিহাদের উচিত হবে এদেরকে উপেক্ষা করে চলা" ।
.
উপরের তথ্যটি তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। তবে জাওয়াহিরীর নীরবতা সেই দিকে ইঙ্গিত করে। বাগদাদী খেলাফত ঘোষণার পর বিশ্বমুসলিম জাওয়াহিরীর দিকে চেয়েছিলো। কিন্ত তিনি একদম নীরব ছিলেন। খিলাফত ঘোষণার দুই মাস পর, জাওয়াহিরী এক ঘণ্টার ভিডিও বার্তায় দক্ষীণ এশিয়ায় কায়দার শাখা খোলার ঘোষণা দেন। দীর্ঘ অডিও বার্তায় মোল্লা ওমরের নিকট তার বাই'আত নবায়ন করেন। ইরাক শামে এতো কিছু ঘটে যাচ্ছে তোবুও জাওয়াহিরী নীরব। তাহলে কি শাইখ উসামার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য যে, কায়দাতুল জিহাদের উচিত হবে সেই দলটিকে উপেক্ষা করে চলা..?